

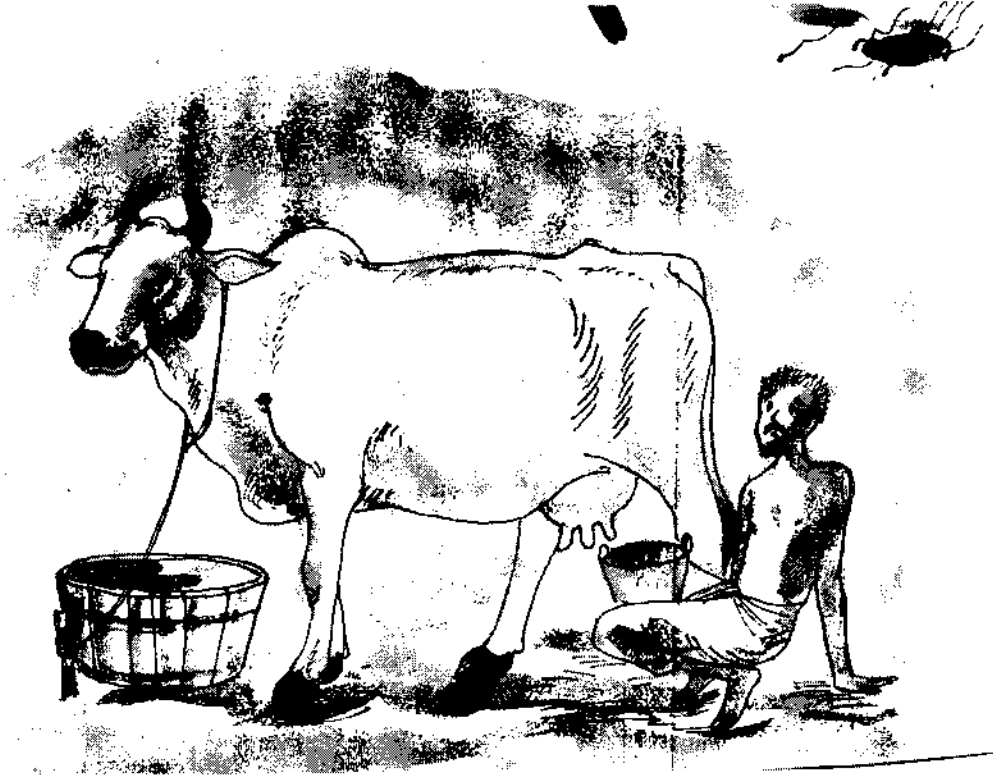
ঠাণ্ডার গল্প

গিরিজাকুমার বসু

বিধু বলে-‘আজকাল পাটনায় সে কী শীত-
শুনে তুই একেবারে হোয়ে যাবি স্তম্ভিত।
ভোর বেলা উঠে দেখি, বুক, কাঁধ, ঘাড়, পিট-
বরফেতে জমে গিয়ে হোয়ে গেছে ঠিক ইট।’



সিধু বলে-‘ওতো ভারী,-আমাদের গ্রামটায়
ঠাণ্ডা যে কি রকম শুনে হবি চুপ ঠায়,
ঘুম ভেঙে ঘটি নিয়ে গিয়ে কাছে গাইটার
দুধ দুই যত দেখি এ আবার কী ব্যাপার,-
বিস্ময়ে সোজা হয়ে ওঠে গোঁফ, জুল্পী।
বাঁট থেকে ক্রমাগত বের হোলো কুল্পী।



জেনে রাখো

স্তুতি	-	অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ বা চুপ।
ঠায়	-	একটানা
জুল্পী	-	কানের পাশে রাখা চুল
ক্রমাগত	-	অবিরাম, একভাবে

কাব্য পরিচয়

দুই বন্ধু বিধু ও সিধু, অনেকদিন পর দেখা। দেখা হতেই বিধু পাটনার হাড় কাঁপানো শীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলে বসল ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে তার বুকে, কাঁধে, ঘাড় ও পিঠে প্রচন্ড ঠান্ডায় থান ইটের মতো বরফ জমে আছে। এই কথা শুনে সিধুও গল্পে কম যায় না। সেও শুরু করলো তাদের গ্রামে এমন ঠান্ডা পড়েছে যে ভোরবেলা গরুর দুধ দুইতে গিয়ে দেখে ঠান্ডায় গরুর বাঁট থেকে দুধ না বেরিয়ে কুল্পী বের হতে লাগল।

পাঠবোধ

ঠিক বাক্য দিয়ে খালি জায়গাটি ভরো

1. যেন পাথর, ঠিক ইট, থান ইট
'বরফেতে জমে গিয়ে হোয়ে গেছে '।
2. ঠিক শব্দটি বসাও
মোষটার, গাইটার, ছাগলটার
'ঘুম ভেঙে ঘটি নিয়ে গিয়ে কাছে.....'।
3. আইসক্রিম, ক্ষীর, কুল্পী
বাঁট থেকে ক্রমাগত বের হলো.....'।

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও

4. বিধু কোথাকার শীতের কথা কাকে বলল?
5. সিধু কোন জায়গার ঠান্ডার কথা বলল?

বিস্তারিতভাবে লেখো

6. 'ঠান্ডার গল্প' কবিতাটিতে বিধু যে শীতের বর্ণনা করেছে জায়গার নাম উল্লেখ করে
তুমি নিজের ভাষায় লেখো।
7. সিধু নিজের গ্রামের যে ঠান্ডার বর্ণনা করেছে 'ঠান্ডার গল্প' কবিতাটি পড়ে তার বর্ণনা
তুমি নিজের ভাষায় লেখো।
8. কবিতার লাইনের শেষে দুটি শব্দের ধ্বনিগত মিল পাই
যেমন-পিট, ইট কুল্পী, জুল্পী।
এবারে তুমি নিচের শব্দগুলির মিল খুঁজে লেখো
চলো আকাশ ভোর ঘটি ভারি
.....

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখো

ঠান্ডা	কাছে
গ্রাম	গাই
সোজা	শীত

2. বানান ঠিক করে লেখো -

সুনে	গোফ
ইট	ঘটা

করতে পারো

বিধু ও সিধু দুজনেই একে অপরকে বোকা বানানোর জন্য আজগুবি গল্প বলে, কিন্তু গল্পগুলি খুব মজার ও হাসির। এ ধরনের মজার আজগুবি গল্প বানিয়ে বানিয়ে দু-তিন লাইনের মধ্যে লিখতে পারো বা বন্ধুদের কাছে বলতে পারো।

